কর্মসংস্থান ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগ

পরিপত্র নং-০৪/২০১৪

তারিখ ঃ ২৭.০৫.২০১৪

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
কর্মসংস্থান ব্যাংক

বিষয় ঃ সার্টিফিকেট মামলা রুজু ও পরিচালনা প্রসংগে।

পরিচালন বিভাগের ০৬.০৫.২০০২ খ্রি:তারিখের পরিপত্র নং ০৩/২০০২ এর মাধ্যমে ১৯১৩ সনের সরকারী পাওনা আদায় আইন (Public Demand Recovery Act, 1913) অনুযায়ী শাখাসমূহকে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইনের ২৪ ধারায় ব্যাংকের পাওনা আদায় সর্ম্পকে ১৯১৩ সনের সরকারী পাওনা আদায় আইন প্রয়োগের বিষয় উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে সার্টিফিকেট মামলার বিভিন্ন বিষয়ে পরিচালন বিভাগের ১১.০৬.২০০৩ তারিখের অপারেশন পরিপত্র নং ৬/২০০৩, ঋন ও অগ্রিম, ঋণ আদায় ও আইন এবং গবেষণা বিভাগের ০৪.০৫.২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সার্কুলার লেটার নং কেবি/ঋণ(আইন-২)/২০০৮-২০০৯/৩১৫৯(১১০) এবং ঋণ আদায়, আইন ও গবেষণা বিভাগের ১৫.০৯.২০১৩ তারিখের পত্র সূত্র নং কেবি/প্রকা/ঋআবি-৫২/২০১৩-২০১৪/২১২(১৫) জারী করা হয়। সার্টিফিকেট মামলা রুজু ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি একীভূত করা, নতুন কিছু তথ্য সংযোজন, উপরোক্ত পরিপত্র ও পত্রসমূহ জারীর পরবর্তীতে যে সব শাখা ও কার্যালয় খোলা হয়েছে বিষয়টি তাদের বরাবরে পরিপত্র আকারে প্রেরণ, সার্টিফিকেট ও অর্থঋণ আদালতে মামলা রুজুর জন্য দাবীর টাকার পরিমান নির্ধারন ইত্যাদি কারণে উপরোক্ত ৪(চার)টি পরিপত্র /পত্র বাতিল করে অত্র পরিপত্র জারী করা হলো। অত্র পরিপত্র অনুযায়ী শাখাসমূহকে পুনরায় সার্টিফিকেট মামলা রুজুর ক্ষমতা প্রদান করা হলো। তবে যেহেতু সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তিতে অনেক বিলম্ব হয় এবং অর্থ ঋণ আদালতে যে কোন পরিমানের দাবীর টাকার জন্য মামলা রুজুর বিধান রয়েছে সেহেতু ব্যাংকের স্বার্থে বিষয়টি বিবেচনা করে অর্থঋণ আইনে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত সার্টিফিকেট মামলা রুজুর বিধান থাকলেও আপাতত সর্বাধিক ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত দাবীর জন্য সার্টিফিকেট মামলা রুজু করা যাবে।

০২। সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার উদ্দেশ্যে শাখাসমূহকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হলো ঃ

ক) ঋণ গ্রহীতা ও গ্যারান্টরের পরিচিতি, ঋন নথিতে সংরক্ষিত চার্জ ডকুমেন্ট এবং ঋণ গ্রহীতা ও গ্যারান্টরের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে গৃহীত জামানতী/বন্ধকী সম্পত্তির কাগজপত্রাদির সঠিকতা সম্পর্কে শাখা ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত হয়ে মামলা রুজু করতে হবে ;

খ) ঋণ আদায়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে সার্টিফিকেট মামলা রুজু করতে হবে। সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার আগে ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সদস্য/চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর/মেয়র) সহায়তায় ঋণ গ্রহীতার উপর ঋণ পরিশোধের জন্য নৈতিক চাপ প্রয়োগসহ সকল প্রকার আইনানুগ প্রচেষ্টা চালাবেন ;

গ) ব্যাংকের পাওনা তামাদি হয়ে যাতে ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তামাদি হওয়ার পূর্বেই সার্টিফিকেট মামলা রুজু করতে হবে ;

ঘ) সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার আগে ঋণ গ্রহীতার বরাবরে ডিমান্ড নোটিশ (সংযুক্তি-ক) এবং মামলা রুজুর ন্যূনতম ১৫(পনের) দিন আগে লিগ্যাল নোটিশ (সংযুক্তি-খ) ইস্যু করতে হবে। ডিমান্ড ও লিগ্যাল নোটিশের অনুলিপি গ্যারান্টরের বরাবরে প্রেরণ করতে হবে। ডিমান্ড নোটিশ "Under Certificate of Posting" এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ প্রেরণ করতে হবে। ঋণ গ্রহীতা ও গ্যারান্টরের লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপককে নিশ্চিত করতে হবে ;

ঙ) ডিমান্ড নোটিশ সাদা এবং লিগ্যাল নোটিশ লাল রঙ্গের হবে। যা প্রধান কার্যালয় থেকে শাখাসমূহের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয় ;

চলমান পাতা-০২

চ) সকল নোটিশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। কোন নোটিশ বিলি না হয়ে ফেরত আসলে খামটি না খুলে সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে ;

ছ) মামলা রুজুর তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে নিয়ম অনুযায়ী সুদ ধার্য করে মোট স্থিতি (Balance) নির্ধারণ করতে হবে ;

জ) মোট স্থিতির উপর নিম্নবর্ণিত হারে এডভ্যালোরেম (Advalorem) কোর্ট ফিসহ মামলা রুজু করতে হবে এবং এডভ্যালোরেম কোর্ট ফিসহ দাবীর টাকা নির্ধারন করতে হবে ;

ক্রমিক নং	টাকার পরিমান	কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্পের হার (টাকায়)
১	১০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত	১০%
২	১০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ২০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে নয়।	১০০০.০০ টাকা + ১০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধের টাকার উপর ৮%
৩	২০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ৫০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে নয়।	১৮০০.০০ টাকা + ২০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধের টাকার উপর ৬%
৪	৫০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ১,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে নয়।	৩৬০০.০০ টাকা + ৫০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধের টাকার উপর ৩%
৫	১,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে কিন্তু ২,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে নয়।	৫১০০.০০ টাকা + ১,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধের টাকার উপর ২%
৬	২,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধে	৭১০০.০০ টাকা + ২,০০,০০০.০০ টাকার উর্দ্ধের টাকার উপর ১%। তবে মোট কোর্ট ফি এর পরিমান ৩৫,০০০.০০ টাকার বেশী নহে।

ঝ) এডভ্যালোরেম কোর্ট ফি সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে ডেবিট হবে ;

ঞ) মামলা রুজুর জন্য এতৎসঙ্গে সংযুক্ত বাংলাদেশ ফরম নং- ১০২৮ (ছক -গ) ব্যবহার করতে হবে। ফরম যথাযথভাবে পূরণ করার পর ফরমের সঙ্গে প্রয়োজনীয় এডভ্যালোরেম (Advalorem) কোর্ট ফি সংযুক্ত করে সার্টিফিকেট কোর্টে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ফরম নং ১০২৮ এর নির্দিষ্ট স্থানে শাখা ব্যবস্থাপককে স্বাক্ষর করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ঋণ গ্রহীতার/গ্যারান্টরের বন্ধকী/জামানতী সম্পত্তির বিবরণ (ছক-ঘ) উপরোক্ত ১০২৮ ফরমের সঙ্গে কোর্টে দাখিল করতে হবে। ১০২৮ ফরমের ৩নং কলামে (যত রাজকীয় প্রাপ্যের নিমিত্ত এই অনুরোধপত্র দেওয়া গেল) দাবীকৃত মোট পাওনার পর "এবং উহার উপর আদায়কালতক ধার্য্যকৃত সুদ ও অন্যান্য খরচ" শব্দগুলো সংযোজন করতে হবে ;

ট) সার্টিফিকেট মামলা রুজু করার উদ্দেশ্যে এতদ্সংগে সংযুক্ত 'ছক-ঙ' মোতাবেক সার্টিফিকেট মামলার রেজিষ্টার শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। মামলা রুজুর সময় এ রেজিষ্টারের ৯ নম্বর কলাম পর্যন্ত পূরন করে ১৩ নম্বর কলামে সার্টিফিকেট অফিসারের প্রাপ্তি স্বীকার মূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। এ রেজিষ্টারের ১ থেকে ৫ নম্বর কলাম এবং ৭ থেকে ৯ নম্বর কলাম মামলা রুজুর সময় শাখাকে পূরণ করতে হবে। মামলা রুজুর প্রাক্কালে বা পরবর্তীতে খাতকের প্রতি সার্টিফিকেট অফিস থেকে নোটিশ ইস্যুর খরচ কোর্টে নগদে বা পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পের আকারে জমা দিলে উহার জন্য ১০ থেকে ১২ নম্বর কলাম পূরণ করতে হবে। সার্টিফিকেট কোর্ট কর্তৃক মামলা গ্রহণের পর ৬ নম্বর কলামে মামলা নম্বর লিখতে হবে ;

ঠ) সার্টিফিকেট কোর্টে মামলা রুজুর পর আদায়কৃত ঋণের তথ্যের জন্য ১৪ থেকে ১৮ নম্বর কলাম ব্যবহার করতে হবে ;

ড) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রোসেস ফিসহ অন্য কোন ব্যয়ের প্রয়োজন হলে উহা ঋণ হিসাবকে ডেবিট করে প্রদান করতে হবে ;

ঢ) সার্টিফিকেট মোকদ্দমা রুজু করার পর দাবীকৃত টাকা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবে কোন সুদ আরোপ করা যাবে না। দাবীকৃত টাকা সমুদয় আদায়ের পর হিসাব বন্ধের সময় সংশ্লিষ্ট ঋন হিসাবে প্রচলিত হারে অথবা শতকরা ৬.২৫ টাকা হারে উভয়ের মধ্যে যা বেশী হবে সে হারে সুদ আদায়যোগ্য হবে। দাবীর টাকা ছাড়া আদায়যোগ্য সুদ, খরচা ও অন্যান্য চার্জ আদায়ের পর ঋণ হিসাবটি বন্ধ ও সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারী পাওনা আদায় আইনের ৪৫ ধারা অনুযায়ী মামলা রুজুর পর সৃষ্ট খরচাদি আদায়ের বিষয়টি সার্টিফিকেট অফিসারকে অবহিত করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

০৩। সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপকদের প্রতি নির্দেশনা ঃ

ক) মামালা রুজুর পর সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক খাতকের বরাবরে নোটিশ ইস্যুর ব্যবস্থা করতে হবে ;

খ) মামলার প্রতি ধার্য্য তারিখে নির্ধারিত সময়ে সার্টিফিকেট অফিসে উপস্থিত থেকে মামলা নিষ্পন্নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে ;

গ) মামলা রুজুর পরও সংশ্লিষ্ট খাতকের নিকট থেকে শাখা অনাদায়ী ঋণ আদায় করতে পারবে। তবে সেক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সার্টিফিকেট অফিসকে অবহিত করতে হবে ;

ঘ) কোন খাতকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কোর্ট গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করলে সংশ্লিষ্ট থানার সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল করার ব্যবস্থা করতে হবে ;

ঙ) সার্টিফিকেট খাতকের মালামাল আইন অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের আদেশ হলে মালামাল ক্রোক ও বিক্রয়ের সময় ক্রোককারীদের সঙ্গে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থান করতে হবে ;

চ) দাবীর টাকা আদায়ের সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসেবে খাতকের জামানতী/বন্ধকী সম্পত্তি নিলামের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৪। আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের প্রতি নির্দেশনা ঃ

ক) আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকগণ শাখা পরিদর্শনকালে 'সার্টিফিকেট মামলা রেজিষ্টার' টি যাচাই করবেন, মামলার ফলাফল পর্যালোচনা করে শাখাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং পরিদর্শন রিপোর্টে বিস্তারিত উল্লেখ করবেন।

২৭.০৫

(এইচ, এম, ফখরুদ্দীন আহমেদ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

অনুমোদনক্রমে-

সূত্র নং- কেবি/প্রকা/ঋআবি/অ:প্র:-৫৩(অংশ-৩)২০১৩-২০১৪/১৫৫৫(২৩৮)

তারিখ- ২৭.০৫.২০১৪

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের দপ্তর, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আঞ্চলিক কার্যালয়।
৫। অফিস নথি।

২৭.০৫.১৪

(আবদুল বাতেন মিয়া)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক